জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০১৬ উদযাপন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, শনিবার, সকালঃ ১০:৩০ ঘটিকা, ১৯ পৌষ ১৪২২, ২ জানুয়ারি ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০১৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। একইসাথে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা।

সামাজিক উন্নয়ন-অগ্রগতির চিন্তাধারায় জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালন গুরুত্বপূর্ণ। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমাজকর্মীদের উৎসাহ যোগাতে দিবসটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্যঃ ‘সমাজসেবার প্রচেষ্টা, এগিয়ে যাবে দেশটা’ যথার্থ।

এবারের প্রতিপাদ্যের কথা বলতে গিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বিমানবন্দরে দেয়া ভাষণের কথা মনে পড়ে। তিনি সেদিন বলেছিলেন, ‘‘আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।’’

সুধিমন্ডলী,

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন-দেশের দরিদ্র ও বিপন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। সেই লক্ষ্যে তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলার কাজে হাত দেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তিনি ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি প্রবর্তন করেছিলেন। যা সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় আজও সারাদেশে ‘পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম’ নামে বিস্তৃত।

বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রমের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে তখন সাড়ে তিন বছরে সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে-‘পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) কার্যক্রম’, শহরে হতদরিদ্রদের জন্য ‘শহর সমাজসেবা (ইউসিডি) কার্যক্রম’, অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ‘প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কার্যক্রম’ এবং পল্লীর দরিদ্র, ভূমিহীন, গৃহহীন, সহায়-সম্বলহীন-ছিন্নমূল পরিবারকে ‘প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান’, ‘পুনর্বাসনকল্পে আশ্রয়ণ প্রকল্পের’ ১ম পর্যায় পর্যন্ত ঋণ কর্মসূচি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমি বিশ্বাস করি, দারিদ্র্য নিরসনে জাতির পিতার সেদিনের দর্শন ও সকল কার্যক্রম আজও আমাদের জন্য পথ নির্দেশক হয়ে আছে। যা আমার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করছে। জাতির পিতা রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পর অর্থনৈতিক মুক্তির কাজে জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে ৭৫’র আগস্ট ট্রাজেডীতে কি হয়েছে, কেন হয়েছে-আপনারা তা সবই জানেন।

সুধিবৃন্দ,

আমার সরকারের নির্বাচনী ইশতিহার ‘দিন বদলের সনদ-ভিশন ২০২১’ এর অঙ্গীকার ছিল। গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন ও টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে।

সমাজের অবহেলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে আমার সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। প্রণীত আইনসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-'ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন- ২০১১', 'শিশু আইন-২০১৩', 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন- ২০১৩', 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন-২০১৩', 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩', 'প্রবীণ হিতৈষী নীতিমালা-২০১৩', এবং হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান।

আমার সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র অনুমোদন করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যাতে সকল জনগোষ্ঠী সমভাবে ভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে Life Cycle Base কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। এর মাধ্যমে সন্তান মাতৃগর্ভে আসার পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত সকল পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় সেবা দেয়া সম্ভব হবে।

আমরা নিজেদের পকেট ভরতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে আসিনি। এতিমের নামে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে টাকা নিয়ে আত্মসাৎ কোন বিবেকবান-রুচিসম্মত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বড় কথা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে মানুষকে সেবা দিতে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে সাধারণ মানুষ কিছু পায়। তাদের জীবন-মান উন্নত হয়। অসচ্ছল, দরিদ্র জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী এবং সামাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে আমাদের সরকার বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

- আমার সরকারই দেশে প্রথম বয়স্ক ভাতা (১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছরে), তারপর বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা (১৯৯৮-১৯৯৯) এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী (২০০০-২০০১) চালু করে।
- চলতি অর্থবছরে (২০১৫-২০১৬) অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১শ' ২০ কোটি টাকা বাড়িয়ে মোট ৩শ' ৬০ কোটি টাকা করা হয়েছে। বর্তমানে মাসিক জনপ্রতি ভাতা ৫শ' টাকা। ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪ থেকে ৬ লাখে উন্নীত করেছি।
- আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লাখের বেশি পরিবারকে সরকারীভাবে পূনর্বাসন করা হয়েছে। প্রায় ৫৫ লাখ একর কৃষি জমি ১ লাখ ২০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- 'হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' এবং 'দলিত ও বেদে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন' শীর্ষক দু'টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলছে।
- দরিদ্র রোগীদের জন্য ৯১টি সরকারি হাসপাতাল-মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম চলছে। আমার সরকার উপজেলা পর্যায়ে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা দিতে ৪শ' ১৯টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ করেছে। তৃনমূলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছি।
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং) অনুযায়ী ৬৩ হাজার ২৩২টি সংস্থাকে নিবন্ধন দিয়েছি। নিবন্ধিত সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করা হচ্ছে।

আগামী দিনে দেশের ভবিষ্যৎ হচ্ছে আজকের শিশু-কিশোররা। শিশু-কিশোরদের উন্নয়ন ও কল্যাণে ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আমার সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশব্যাপি ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের কার্যক্রম চলছে। এছাড়া-

- ৬ বিভাগে ৬টি ছোটমণি নিবাস (বেবী হোম), ১টি দিবাকালীন শিশুযত্ন কেন্দ্র, ৩টি দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে কার্যক্রম চলছে।
- দেশের ৬ বিভাগে ৬টি এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ৬০ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
- চলতি অর্থবছরে এতিমখানার শিশুদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট খাতে ৭৯ কোটি ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা ৬৬ হাজার এতিম নিবাসীর মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে।
- বিপদাপন্ন শিশুকে পূনর্বাসনসহ পরিবারে একীভূত করার জন্য 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)' শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে ২০টি UNDAF ভুক্ত জেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে।
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত শিশুর রক্ষাকে করতে সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (SCAR) প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- আমার সরকার ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ‘প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ’ শুরু করে। দেশে ১৪ লক্ষ ৮৫ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছে। এসব তথ্য সংরক্ষণের জন্য Disability Information System (DIS) Software তৈরি করা হয়েছে ।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে যা এশিয়া মহাদেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পর্যায়ক্রমে সকল প্রতিবন্ধীকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে ।
- শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজে ৩০ শতাংশ দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া ইন্সটিটিউট ফর অটিস্টিক চিল্ড্রেন এন্ড ব্লাইন্ড, ওল্ড হোম এন্ড টিএন মাদার চাইল্ড হাসপাতাল (হেমায়েতপুর) এর মাধ্যমে অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের বিশেষ ধরনের সেবা প্রদান হচ্ছে।
- টঙ্গীস্থ ইআরসিপিএইচ কেন্দ্রে স্থাপিত কৃত্রিম অংগ উৎপাদন কেন্দ্র হতে উৎপাদিত কৃত্রিম অংগ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে/হ্রাসকৃতমূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। ইআরসিপিএইচ কেন্দ্রে স্থাপিত ব্রেইল প্রেস থেকে মুদ্রিত পুস্তক বিনামূল্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হচ্ছে।

সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশ আজ আর ক্ষুধা দারিদ্র্য-পীড়িত নয়। দেশের কোন মানুষকে এখন কেউ ‘মঙ্গা’ কিংবা ‘মফিজ’ বলে বিদ্রুপ করতে সাহস করে না। দারিদ্র্যের হার ৪০ থেকে কমিয়ে ২২ দশমিক ৪ শতাংশে নিয়ে এসেছি। কমেছে মানুষের আয়-বৈষম্য। মাথাপিছু গড় আয় বেড়ে ৫শ’ ৪৩ ডলার থেকে এখন ১৩শ’ ১৪ ডলারে পৌঁছেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬ দশমিক ২ ভাগ। পাল্টে গেছে মানুষের জীবন-ধারন মান। গড় আয়ু বেড়ে ৭০ বছর ৭ মাসে পৌঁছেছে।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়। আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে বদ্ধপরিকর। বঙ্গবন্ধু’র সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের বিকল্প নেই।

আমাদের রিজার্ভ বেড়েছে। দেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রেখে ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলব।

বাংলাদেশ হবে সারা বিশ্বের উন্নয়নের ‘রোল মডেল’। যেমনটা হয়েছিল এমডিজি অর্জনে। এসডিজি অর্জনেও আমাদের সাফল্য নিশ্চিত। সমৃদ্ধ আগামীর প্রত্যাশায় সকলকে আবারো ধন্যবাদ। ‘‘জাতীয় সমাজসেবা দিবস-২০১৬’’ উপলক্ষে সমাজসেবা সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

...